দৈনিক ইত্তেফাক

42

তারিখ 1 JAN, 1997
পৃঃ 2 কলাম 7

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র উপস্থিতি

কিশোরগঞ্জ জেলার সরকারী বেসরকারী উভয় প্রকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিতির হার হতাশাব্যঞ্জক। ইত্তেফাকে প্রকাশিত সংবাদ মতে এই জেলায় সরকারী হিসাবে সদ্য সমাপ্ত শিক্ষাবর্ষে প্রতিদিন গড়ে ৭০'৮৪ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিল বলিয়া দেখান হইলেও প্রকৃত উপস্থিতির হার ছিল অনেক কম। সংবাদদাতা স্থানীয় বিভিন্ন সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়া জানান, মাত্র বর্ষ শুরুতে বিনামূল্যে পুস্তক লাভের আশায় এবং বর্ষ শেষে বার্ষিক পরীক্ষার পূর্বে উপস্থিতি একটু বেশি থাকে, বাকি মাসগুলিতে গড়ে উপস্থিতির হার থাকে ৫০ শতাংশেরও কম। শুধু কিশোরগঞ্জ জেলায় নয়, সারাদেশেই পল্লী অঞ্চলে কম-বেশি এই অবস্থা বিরাজমান। দেশে এখন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মপ্রয়াস চলিতেছে। বিনামূল্যে পুস্তক প্রদান, শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীসহ নানা কর্মসূচী গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীই যদি উপস্থিত না থাকে তবে এইসব কর্মসূচী হইতে নীট ফলাফল কী পাওয়া যাইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়।

একটি অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়ঃ দেশে শিক্ষার মানের ভয়াবহ অবনতি হইয়াছে। অভিযোগটি যথার্থ। শহরাঞ্চলে কিছু কিছু বিদ্যালয়ে শিক্ষার একটি ন্যূনতম মান রক্ষিত হইলেও বাকি বিদ্যালয়সমূহের অবস্থা খুবই খারাপ। শিক্ষার মানের এই অবনতির একটি কারণ যে ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতি তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে শিক্ষার মান অবনতির বিষয়টি এক পাক্ষিক হইতে পারে না। শিক্ষকরা কেমন শিক্ষাদান করিতেছেন, এ প্রসংগে তাহাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উক্ত সংবাদে যেমন বলা হইয়াছে বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতির হার হতাশাব্যঞ্জক তেমনি অনেক বিদ্যালয়ে শিক্ষক উপস্থিতির হতাশাব্যঞ্জক হারের কথাও জানা যায়। শুধু তাহাই নহে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েদের দিয়া গ্রামের শিক্ষক স্কুলসময়ে তাহার বাড়ীর কাজ করান, এমন অভিযোগও মাঝে-মধ্যে পাওয়া যায়। পাশাপাশি ইহাও সত্য, অনেক নিষ্ঠাবান শিক্ষক বিদ্যালয়ে সুষ্ঠু পরিবেশ না থাকা, শিক্ষা উপকরণের অভাব ইত্যাদির কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ছাত্র-ছাত্রীদের যথাযথরূপে শিক্ষা দিতে পারেন না। তবে শিক্ষকদের মধ্যে একটি শ্রেণী যে ঠিকমত দায়িত্ব পালন করিতেছেন না, বা বেতন-ভাতা, সরকারী অনুদান অব্যাহত রাখার স্বার্থে সত্য গোপন করিয়া সরকারী দপ্তরে ভুল তথ্য প্রেরণ করিতেছেন তাহার প্রমাণ মেলে কিশোরগঞ্জে ছাত্র-ছাত্রীর প্রকৃত উপস্থিতির হার কম হওয়া সত্ত্বেও সরকারী হিসাবে অধিক হার দেখানর মধ্যে।

এই দুর্নীতি চলিতে দেওয়া যায় না। ছাত্র-ছাত্রী হিসাবে তালিকাভুক্ত ছেলে-মেয়েদের এক বড় অংশ যে স্কুলেই আসিতেছে না, দুর্নীতির মাধ্যমে সেই তথ্য গোপন করিয়া এক অর্থে সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের কার্যক্রমকে ব্যর্থতার দিকে ঠেলিয়া দেওয়া হইতেছে। বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপস্থিত থাকার অভিযোগ বিরল। তাহা হইলে সরকারী বা সরকারের অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা অনুপস্থিত থাকিবে কেন? প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার কোন্ গলতির কারণে এত অধিক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকে তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। অন্যথায় শত শত কোটি টাকা ব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করার কর্মসূচী হইতে তেমন কোন ফল লাভ যে সম্ভব হইবে না তাহা বলাবাহুল্য। অন্ততঃ প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীরা যাহাতে স্কুলে আসিতে আগ্রহী হয় সে ব্যাপারে শিক্ষকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রহিয়াছে। আমাদের মত উচ্চ নিরক্ষরতার দেশে প্রাথমিক শিক্ষকদের এই দায়িত্ব আরও বেশি। শিক্ষকরা এই দায়িত্ব পালন করিতেছেন কিনা তাহা তদারকির যুগোপযোগী ব্যবস্থা থাকা দরকার। তদারকির প্রচলিত ব্যবস্থায় যে ফল পাওয়া যাইতেছে না, তাহাত উল্লিখিত সংবাদ হইতেই বুঝা যায়। ইহার পাশাপাশি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পরিবেশ উন্নত করা প্রয়োজন, যাহাতে ছাত্র-ছাত্রীরা মনের আনন্দে বিদ্যালয়ে আসিতে আগ্রহী হয়। সর্বোপরি প্রয়োজন শিক্ষাদানের গতানুগতিক পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর সফলতার স্বার্থে এই বিষয়গুলির দিকে অত্যন্ত মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।